সংবাদ

তারিখ 18 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ছাত্রলীগের অপকর্ম চলছেই

ছাত্রলীগের চাঁদাবাজির কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ভবনের নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসসহ একাধিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নামে একটি হল এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত স্বামীর নামে একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার ভবনও রয়েছে। এসব ভবন নির্মাণে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানা গেছে। ছাত্রলীগ ২ শতাংশ হারে চাঁদা দাবি করেছে। এ নিয়ে গত শনিবার একটি দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আগের কমিটি এক দফায় চাঁদা নিয়েছে। একজন সহকারী প্রক্টর সেই চাঁদার ব্যাপারে সমঝোতা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নতুন কমিটি এখন আবার চাঁদা দাবি করছে। বিষয়টি জেনে উপাচার্য চাঁদা না দিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

চাঁদা না দিয়ে কাজ করার পরামর্শ যে কাজে আসেনি সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঠিকাদারদের চাঁদা না দিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিলেও ছাত্রলীগের চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে উপাচার্য কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে জানা যায়নি। ছাত্রলীগের নাম শুনলেই প্রশাসনে এক ধরনের শৈথিল্য দেখা দেয়। সে পুলিশ প্রশাসনই হোক আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই হোক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও তার ব্যতিক্রম নয়। সেখানে ছাত্রলীগ এর আগে এক দফায় যে চাঁদা নিয়েছে এবং সেবার বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন সহকারী প্রক্টর সমঝোতা করেছেন যে তাকে প্রশ্ন করতে হয় চাঁদাবাজিতে সমঝোতা করে দেয়া একজন শিক্ষকের কাজ নাকি চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া তার নৈতিক দায়িত্ব।

ছাত্রলীগের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, টেন্ডারবাজি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে পারে না মূলত প্রভাবশালীদের কারণে। সরকারের ভেতরেই একটি প্রভাবশালী অংশ শুরু থেকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের অন্যায়ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। ছাত্রলীগের গডফাদাররা এতই শক্তিশালী যে, প্রধানমন্ত্রীর আদেশ-নির্দেশ থাকার পরও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য এতই বেড়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী বা তার প্রয়াত স্বামীর নামে ভবন নির্মাণের কাজেও চাঁদাবাজি করছে। এটাই যে তাদের দৌরাত্ম্যের চূড়ান্ত বা শেষ সেটা কে বলবে?

আজ যখন সারাদেশে তরুণরা নবজাগরণের নেতৃত্ব দিচ্ছে ছাত্রলীগের কিছু সন্ত্রাসী তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অরাজকতা তৈরি করছে। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) আট দিন ধরে ক্লাস বর্জন কর্মসূচিতে উসকানি দিচ্ছে ছাত্রলীগ। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে তারা ক্লাস বর্জন করছে। একই দাবিতে গত বছর নভেম্বরেও ১১ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ছাত্রলীগের গুটিকয় সন্ত্রাসীর কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ধ্বংস হোক সেটা আমরা চাই না। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে ছাত্রলীগের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে সরকারকেই।